Fortnightly Ahmadi,
December '53—January '54

Reg. No. DA.—142

নব পর্য্যায়—৬ষ্ঠ বর্ষ,
১৯—২০ সংখ্যা

পাক্ষিক আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

ডিসেম্বর '৫৩-জানুয়ারী '৫৪ ; অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৬০ বাং ; ফতেহ-সোলেহ, ১৩৩২ সৌর হিজরী

আখবার-আহমদীয়া

প্রাদেশিক আহমদীয়া বার্ষিক জলসা—ফেব্রুয়ারী মাসে আহমদীয়া বার্ষিক জলসা হওয়ার কথা ছিল। পূর্ব্ব বাংলার ইলেকশনের কারণে জলসা পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এপ্রিল মাসে রবওয়ায় আহমদীয়া সেবা কমিটির অধিবেশন হইবে। উহার পরে প্রাদেশিক জলসা করা হইবে। তারিখ যথা সময়ে জানান হইবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বার্ষিক জলসা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া আঞ্জুমানের জলসার তারিখ আগামী ২৮। ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৫৪ স্থির হইয়াছে।

তহরীকে জদীদ সপ্তাহ—হজরত খলিফাতুল মসীহ ছানী আইয়েদাহুল্লাহতালা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহকে "তহরীকে জদীদ সপ্তাহ"রূপে পালন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব বাংলায় যথাসময়ে এই সংবাদ না পৌছার কারণে এই সপ্তাহ পালন করা সম্ভব হয় নাই। পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানের তহরীকে জদীদ সেক্রেটারী জনাব মহম্মদ উমর বশীর আহমদ সাহেব সমস্ত আহমদী ভ্রাতা-ভগিনী ও জামাত সমূহকে অনুরোধ করিতেছেন, তাহারা যেন মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ ২৪শে হইতে ৩১শে মার্চ্চ তহরীক জদীদ সপ্তাহরূপে পালন করেন এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ইহার বিবরণী তাহার নিকট পাঠান।

এই সপ্তাহের প্রধান কাজ হইবে (১) সভা করিয়া তহরীকে জদীদের ইতিহাস ও গুরুত্ব আলোচনা করা এবং চাঁদার ওয়াদা লইয়া তাহা প্রাদেশিক আঞ্জুমানে পাঠান ; (২) বাড়ী বাড়ী যাইয়া তহরীকের চাঁদা ওয়াশীল করা ; এবং (৩) ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করা।

মৌলানা রহমত আলী—কিছু দিন যাবৎ পূর্ব্ব পাকিস্তানের বর্ত্তমান রইসুল মুবাল্লেগীন মৌলানা রহমত আলী সাহেব পীড়িত আছেন। তিনি এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছেন। বন্ধুগণ তাঁহার সত্বর নিরাময় কামনা করিয়া দোয়া করিবেন।

নাজাতের দিকে এগিয়ে চলো

(১) খোদাতায়ালা মোমেনগণের নিকট তাহাদের জানমাল এই সর্ত্তে চাহিয়া লইয়াছেন যে তাহাদিগকে তিনি জান্নাত দিবেন। হে মোমেনগণ, তোমরা কি তোমাদের মালের কোন অংশ তাহরীক জদীদে দান করিয়াছ যে জন্য তোমরা খোদাতায়ালার নিকট জান্নাত চাহিতে পার ?

(২) দুনিয়ার অধিকাংশ লোক খোদাতায়ালাকে তাহার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। হে আহমদীগণ, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে মোকাররার করিয়াছেন এই জন্য যে তোমরা খোদাকে নিজ নিজ ঘরে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহরীক জদীদে ক্রমবর্দ্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়া তোমরা কি তাহা করিবে না ?

(৩) হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) সকলের চেয়ে বেশী মজলুম মানুষ ! চাঁদের চেয়ে বেশী আলোকময় তাঁহার চেহারা। এই উজ্জ্বল চেহারার উপর মসী লেপন করিবার জন্য প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ কেতাব প্রকাশিত হইতেছে। হে মজলুম মোহম্মদের (ছঃ) প্রতি মহব্বতের দাবিদারগণ, ইহার জবাবে তোমরা কি নিজেদের পকেটে হাত ঢুকাবে না ? তাহরীক জদীদের অংশ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মহব্বতের প্রমাণ দেখাবে না ? (হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর বাণী হইতে)—ডাঃ মোহাম্মদ মুসা

১৯৫৩ সনের বয়েত

১৯৫৩ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে সকল বয়েত হওয়ার সংবাদে প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের দপ্তরে আসিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১।	জনাব মৌঃ মমতাজ আহমদ সাহেব মোবাল্লেগ মারণত		১৬ জন।
২।	মৌঃ আবু তাহের সাহেব	....	৪ "
৩।	মৌঃ মনওয়ার আলী	....	২ "
৪।	ফকির মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী	....	১ "
৫।	উথলী আঞ্জুমন আহমদীয়া	....	৩ "
৬।	কুমিল্লা আঃ আঃ হজরত আমীর সাহেব	....	২ "
৭।	তারুয়া আঃ আঃ	....	২ "
৮।	সালগ্রাম আঃ আঃ	....	২ "
৯।	গাইবান্ধা আঃ আঃ	....	২ "
১০।	চট্টগ্রাম আঃ আঃ	....	২ "
১১।	আকরম আলী মাষ্টার (বাউসিয়া)	....	২ "
১২।	মৌঃ আনিছুর রহমান সাহেব (বাজিতপুর)	....	২ "
১৩।	রংপুর আঃ আঃ	....	২ "
১৪।	মৌঃ এমদাদুল হক সাহেব (পাবনা)	....	১ "
১৫।	ক্রোড়া আঃ আঃ	....	১ "
১৬।	তেজগাঁও আঃ আঃ	... ...	১ "
১৭।	এস, এল, আহমদি সাহেব (মুন্সিগঞ্জ)	... ...	১ "
১৮।	হেকীম সাজেদুর রহমান সাহেব (দিনাজপুর)	...	১ "
১৯।	নাটোর আঃ আঃ	... ...	১ "
২০।	ব্যক্তিগতভাবে বয়েত করিয়াছেন	... ...	৭ "
২১।	নারায়ণগঞ্জ আঃ আঃ	... ...	৩০ "
		মোট	৮৬ জন

যদি কোন জমাত বা ব্যক্তি বিশেষের কোন বয়েত বাদ পড়িয়া থাকে, তবে বয়েতকারীর নাম ঠিকানা ও বয়েতের তারিখ নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইতে অনুরোধ করি। খাকছার আহসান উল্লাহ সিকদার, জঃ সেক্রেঃ তবলীগ, পূঃ পাঃ আঃ আঃ

সম্পাদকীয় নিবেদন

বর্ত্তমান যুগে দৈনিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ইত্যাদির গুরুত্ব সর্ব্বস্বীকৃত। আমাদের একমাত্র বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা "আহমদী" যথারীতি প্রকাশিত না হইতে পারা আহমদীয়া জামায়াতের পক্ষে শুধুই যে লজ্জার কথা তা নয়; ইহার ফলে বাংলা দেশে আহমদীয়া মতবাদের প্রচার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই পত্রিকা সুচারুভাবে সম্পাদিত ও প্রচারিত হইতে পারিলে যে দশ জন মুবাল্লিগ রাখার সমান কাজ হইতে পারে, তাহা বোধ হয় কোন আহমদী অস্বীকার করিবেন না।

সুসম্পাদনার প্রধান অন্তরায় প্রবন্ধের অভাব। শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতাগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে অতীব দুঃখের সহিত এ কথাও আরজ করা আবশ্যক বিবেচনা করি যে কোন কোন বন্ধু দায়িত্বহীন প্রবন্ধ লেখেন এবং এই শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রকাশ করা না হইলে সম্পাদকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হন। সম্প্রতি এক বন্ধুর একটি প্রবন্ধ পাইয়াছি; শিরোনামা "কামেল-ঈমান—হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) কর্ত্তৃক লিখিত 'ইনকেলাবে হকীকী' নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত"। হাতের লেখা ফুলস্কেপ দুই পৃষ্ঠার প্রবন্ধ; 'ইনকেলাবে হকীকী' ৯৯, ১০০ এবং ১০১ পৃষ্ঠায় হাওলা দিয়া ইহাতে চারিটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। পড়ার পর সন্দেহ হইল। আসল পুস্তক দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ঐ পুস্তকে ঐ উদ্ধৃতিগুলির অনুরূপ কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না।

প্রবন্ধ লেখকের সহিত সম্পাদকের কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়া এক কথা; মতভেদ সত্ত্বেও সম্পাদক কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু কোরআন, হাদীস, মসীহে মওউদ আলায়হেচ্ছালামের লেখা, হজরত খলিফাতুল মসীহের লেখা, বা অন্য কাহারও লেখার উদ্ধৃতির নামে প্রবন্ধ লেখক তাহার মনগড়া কথা লিখিলে সম্পাদক তাহা প্রকাশ না করিতে বাধ্য। ইন্না লিল্লাহ।

———

তাহরীকে জাদীদ

(দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম, বি, এল)

বিগত ২৭।১১।৫৩ ইং হজরত আমিরুল মোমেনিন তাহরীকে জাদিদের নববর্ষের ঘোষণা উপলক্ষে যে খোতবা দেন নিম্নে উহার সারমর্ম্ম দেওয়া হইল।

এই তাহরীক প্রথমে মাত্র তিন বৎসরের জন্য ছিল। পরে দশ এবং তৎপর উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই বৎসর সেই উনিশ বৎসর পূর্ণ হইল। ইতিমধ্যে তাহরীকে জাদিদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় আল্লাহতায়ালা আমার মনে এই রকম ভাবের উদ্রেক করিয়া দিলেন: তোমার মুখ দিয়া যে সময় বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা মাত্র দুর্ব্বলচেতা লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য। নতুবা যে কাজের জন্য তুমি জমাআতকে ডাকিয়াছিলে, তাহা ঈমানের অংশবিশেষ। কোন অবস্থায় এবং কোন সময়েই ইহা বর্জ্জনযোগ্য নয়। স্বর্গ হইতে মোহম্মদ (দঃ)এর উপর ঐশীবাণী অবতীর্ণ করিয়া যে খোদা মুসলমানদিগকে নমায, রোজা, হজ এবং জাকাতের শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই খোদাই সেই মুহাম্মদ (দঃ)এর উপর ঐশীবাণী করিয়াছিলেন যে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের শিক্ষা পৌছিয়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এমন কেহ যেন না থাকে যাহার নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে নাই। কোরআনে এই শিক্ষাকে তিনি জেহাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রিয় রসুলকে আদেশ দিয়াছেন, "ও জাহেদহুম বিহি জেহাদান কাবিরা" অর্থাৎ তুমি এই কোরআনের দ্বারা সমস্ত দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে জেহাদ কর। যদি কোন ব্যক্তি এই কথা বলিতে পারে যে আচ্ছা আমার অনুরোধে মাত্র উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত নামাজ রোজা সম্পাদন কর তাহা হইলে সে এ কথাও বলিতে পারে যে আমার অনুরোধে উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইসলাম প্রচারে অংশ গ্রহণ কর। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বলা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সে কথাও বলিতে পারে না যে আমার অনুরোধে ১৯ বৎসর ইসলাম প্রচারের আধ্যাত্মিক জেহাদে অংশ গ্রহণ কর। কেহ আমাকে বলিতে পারে, স্বয়ং আপনিই তো জমাআতকে উনিশ বৎসরের জন্য ইসলাম প্রচারের এই আহ্বান জানাইয়াছিলেন। হাঁ, আমি এই অপরাধ করিয়াছি। দুনিয়ার লোক ইসলামের তবলীগ এবং আধ্যাত্মিক জেহাদ ভুলিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা হইয়াছিল, উনিশ বসরের চেষ্টার ফলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। উনিশ বৎসর কাজ করার পর বুঝিতে পারিলাম, আধ্যাত্মিক সংগ্রামের আন্দোলন ১৯ বৎসরে সীমাবদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। আমি মনে করিয়াছিলাম যে উনিশ বৎসর পর তোমাদিগকে মুক্তি দিয়া দিব। আল্লাহ আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। নমাজ, রোজা ইত্যাদি যেমন কিয়ামত পর্য্যন্ত মুসলমানদের জন্য ফরজ থাকিবে, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং ইসলামের তবলীগও তেমনি কিয়ামত পর্য্যন্ত মুসলমানদের উপর ফরজ থাকিবে। ১৯ বৎসর নহে, ১৯ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত চালু রাখিলেও এই কাজ শেষ হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

তাহরীকে জাদিদ নাম রাখা হইয়াছে তোমাদের হৃদয়ে সাহস সৃষ্টি করিবার জন্য বস্তুতঃ ইহা সেই পুরাতন জিনিষ কোরআনে যাহাকে "জেহাদে কবীর" বলা হইয়াছে। নমাজ রোজা এবং জাকাত সম্বন্ধে যেমন কোরআনে আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তেমনি আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং ইসলাম প্রচার সম্বন্ধেও নির্দ্দেশ আসিয়াছে। হজরত রসুলে করীম (দঃ) উহার যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহাও অল্প নহে। একদা তিনি হজরত আলী (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন: "হে আলী, ঐ যে তোমার সম্মুখে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা দেখিতেছ, যদি সেই উপত্যকাময় উষ্ট্র, অশ্ব এবং মেষ থাকে এবং যদি ঐ সমস্ত উষ্ট্র, অশ্ব এবং মেষ তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তাহা কত বড় ব্যাপার হয় বলতো দেখি? কিন্তু যদি তোমার দ্বারা একটি মানুষও হেদায়েত (ধর্ম্মের সন্ধান) পায়, তবে তাহা তত্তাবৎ উট ও ঘোড়া হইতেও অনেক বেশী সম্পদ বটে। দেখ, তবলীগ করা এবং অপর লোকদিগকে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করাও কত বড় কাজ। ইহা কখনও বর্জ্জন করা যাইতে পারে না।

আজ উনিশ বৎসরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি স্বীকার করি, আমি বলিয়াছিলাম যে উনিশ বৎসর পর এই কাজ শেষ হইবে এবং উনিশ বৎসর পর তোমাদের পৃষ্ঠ হইতে এই ব্যয়ভার উত্তোলন করা হইবে। কিন্তু আজ আমি বিংশ বৎসরের ওয়াদার আবেদন করিতেছি। তোমরা বলিতে পার, আমি বেশরম হইয়া আবার ভিক্ষা চাহিতেছি। তোমরা এ কথাও মনে করিতে পার যে আমি এখন অধিকতর আলোক লাভ করিয়াছি; পূর্ব্বে আমি ভুল করিয়াছিলাম, এখন খোদাতালা আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

হজরত রসুলে করীম মক্কা বিজয়ের পর তায়েফের যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পত্তি মক্কাবাসী নূতন মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। মদিনার জনৈক আনসার যুবক তখন বলিয়াছিল, রক্ত ঝরিতেছে আমাদের তরবারীর শীর্ষ দেশ হইতে, আর সম্পত্তি বণ্টন করিলেন তিনি স্বীয় আত্মীয় স্বজন এবং স্বগোত্রীয়দের মধ্যে। এই কথা হজরতের কর্ণগোচর হইল, তিনি আনসারদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উত্তর করিলেন, "হে আল্লার রসুল, আমাদের কোন নির্ব্বোধ যুবক এরূপ বলিয়াছে। আমরা বয়োজ্যেষ্ঠগণ কেহই ইহাতে একমত নহি। হজরত বলিলেন, "যে কথা মুখ হইতে নিসৃত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নহে। হে আনসার, তোমরা বলিতে পার, মোহাম্মদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করিলেন; বড় হইয়া তিনি নবুয়তের দাবী করিলেন; মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং তিনি স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হইলেন। আমরা ছিলাম পর; বাস করিতাম শত শত মাইল দূরে; কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলাম

এবং মক্কাবাসীগণের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিলাম। মক্কাবাসীগণ মদিনা আক্রমণ করিল। আমরা তাঁহার বামে, দক্ষিণে, অগ্রে, পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিলাম; এবং পরিশেষে তাঁহাকে মক্কা বিজয় করিয়া দিলাম। আমাদের রক্তে তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইল; তাঁহার জন্মস্থান মক্কা নগরী তাঁহার হাতে আসিল। অথচ তিনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত ধন তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। হজরতের এই কথা শুনিয়া আনসারগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন, "হে আল্লার রসুল, আমরা এই কথা বলি নাই, আমাদের কোন নির্ব্বোধ যুবক এরূপ বলিয়াছে। তিনি বলিলেম, "হে আনসার, ইহার আর একটি দিকও আছে। তোমরা এরূপও বলিতে পারিতে: খোদাতা'লা তাঁহার শেষ নবীকে মক্কায় প্রেরণ করিয়া মক্কাবাসীদের সম্মানিত করিলেন। হতভাগ্য মক্কাবাসীদের দুষ্কার্য্যের দরুণ তাঁহার রসুলকে তিনি মদিনায় লইয়া গেলেন; যে নেয়ামত মক্কাবাসীদের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা মদিনাবাসীগণকে দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাহ অবতীর্ণ করিয়া অসাধারণ চিহ্নরূপে আল্লাহ তাঁহাকে বিরাট বিজয় দান করিলেন। মক্কা হইতে অবিশ্বাস বিদূরিত হইল। মক্কাবাসীগণের আশা হইল, তাহাদের হারাণ নেয়ামত তাহারা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের অংশে পড়িল উট এবং ছাগলের পাল; কিন্তু মদিনাবাসীগণ সঙ্গে লইয়া গেল খোদাতা'লার রসুলকে। ক্রন্দন করিতে করিতে আনসারদের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহারা বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল আমরা এই কথা বলি নাই"

উনিশ বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আজ এইরূপও হইতে পারিত যে আমি তোমাদিগকে বলিতাম, "উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে অর্থ তোমরা দিয়াছ তাহা তোমরা লইয়া যাও এবং যার যার ঘরে রাখ। পক্ষান্তরে এ কথাও বলিতে পারিতাম যে ধন ও সম্পত্তির কোন মূল্য নাই, ধন-সম্পদ না লইয়া তোমরা স্ব স্ব গৃহে খোদাতা'লার অনুগ্রহ এবং করুণা লইয়া যাও। তোমাদের কেহ আমাকে নির্ব্বোধ মনে করুক বা বুদ্ধিমান মনে করুক, তোমাদের জন্য আমি দ্বিতীয় পন্থা অনুমোদন করিয়াছি। আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তোমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি তাহরীকে জাদীদ চালু রাখিব, যেন খোদাতা'লার করুণা এবং আশীষ উনিশ বৎসরে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া যাবজ্জীবন চলিতে থাকে।

অতএব আমি তোমাদিগকে তাহরীক জাদীদের ওয়াদার আহ্বান করিতেছি। প্রথম পর্য্যায়ে অংশ গ্রহণকারী সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিগণ, পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ এবং যাহারা কোন পর্য্যায়েই অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদের সকলের প্রতিই আমার এই আহ্বান। তাহরীকে জাদীদ এখন হইতে এক নূতন রূপ ধারণ করিল। প্রত্যেক দফতরেরই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায় চলিতে থাকিবে এবং প্রত্যেক পর্য্যায়ই উনিশ বৎসর ব্যাপী হইবে। শৈশব হইতে যাহারা অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের চারি কি পাঁচ পর্য্যায়েও অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। চারি পর্য্যায়ে অংশ গ্রহণ করিলে ৪ × ১৯ = ৭৬ বৎসর হয়। যদি কোন ব্যক্তি ৯০ কি ১০০ বৎসরের আয়ু পায়, সে পাঁচ পর্য্যায়ে শরীক হইতে পারে। ১৯ বৎসরের আমি যে তাৎপর্য্য রাখিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে চাই না।

প্রতি পর্য্যায়ের পরে এক একটি পুস্তক লিখিত হইবে। উহাতে অংশ গ্রহণকারীদের নাম সংরক্ষিত থাকিবে এবং ইহা জমাতের প্রত্যেক লাইব্রেরী এবং প্রত্যেক মসজিতে রাখা হইবে। ভবিষ্যদ্বংশধরগণ তাহা পাঠ করিয়া তাহাদের ত্যাগের সঙ্গে নিজেদের ত্যাগের তুলনা করিবে এবং দেখিবে যে তাহারা কি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দফতর এখন পর্য্যন্ত আশানুরূপ ত্যাগের আদর্শ দেখাইতে পারে নাই। দ্বিতীয় দফতরের ব্যক্তিদের ত্যাগ প্রথম দফতরের ব্যক্তিদের ত্যাগের অর্দ্ধেকও নহে। আমাদের যুবকগণ বেতনের দিক দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তীদের বহু উপরে গিয়াছে। কিন্তু তাহরীকে জদীদে তাহাদের ওয়াদা অতি কম; আদায় আরও কম। যখন পুস্তক ছাপা হইবে, তখন দ্বিতীয় দফতরের ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে যে পূর্ব্ববর্ত্তীদের তুলনায় তাহাদের দান কত নগণ্য।

আলোচ্য বৎসরে তাহরীকে জদীদের চান্দা আদায় ভয়ঙ্করূপে হ্রাস পাইতেছে। যদি আদায়ের অবস্থা এইরূপই চলে তবে কাজ বন্ধ হইতে পারে! এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছে, তাহাতে মাত্র ছয় মাসের ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে। বরাদ্দ করা ব্যায়ের তুলনায় তহবীলে অতি অল্প টাকাই আছে। যদি দুই তিন মাসের খরচও কর্জ করিয়া চালাইতে হয়, তবে তাহরীকে জদীদ এরূপ এক ঝাপটায় পড়িবে যে তাহা হইতে উহার নিষ্কৃতি লাভ করা কঠিন হইবে। তাহরীকে জাদীদের সম্পত্তির আয় এখনও উহার ব্যয়সঙ্কুলান করিতে পারে না। কেননা এখন পর্য্যন্ত সম্পত্তি কেনার জন্য গ্রহিত কর্জ পরিশোষধ করা হইতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে তাহরীকে জদীদের দ্বিতীয় দফতর এবং সম্পত্তির আয় দ্বারা কর্জ পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু ব্যয় এখন এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে প্রথম দফতরের আয়ের শতকরা ৮০৲ টাকায়ও দিয়াও ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং যে সমস্ত বন্ধুর চাঁদা এখনও বাকী আছে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদের বাকী চাঁদা আদায় করুন। আমি জানি এবং সকলেই জানে যে এবার বড় দুর্বৎসর। কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছি। এবার ফসল নষ্ট হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বনাশ প্রতি বৎসর হয় না। উন্নত বীজ এবং উন্নত চাষ প্রণালী দ্বারা তোমরা নিজেদের আয় বৃদ্ধি কর। একদিকে আয় হ্রাস হইলেও অন্য দিকে বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর সহিত সন্ধি করিলে আমাদের চলিবে না। যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের সন্ধি করিতে হইবে। তিনিই ভূমির স্রষ্টা এবং শক্তির উৎস। তোমরা যদি তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর, নিজেদের ত্যাগের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর, তবে তিনি ভূমি হইতে তোমাদের জন্য স্বর্ণ নিষ্কাসিত করিবেন এবং তোমাদের ঘর বাড়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করিয়া দিবেন। খোদাতা'লা বলিয়াছেন, জান্নাতে যে স্রোতস্বিনী আছে তাহাতে দুধ এবং মধু প্রবহিত হয়; জান্নাতবাসিগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাসাদ এবং অতি উত্তম পাইবে এবং এতদ্ব্যতীত আরও যাহা চায় তাহাও পাইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে খোদাতা'লা স্বর্গ মর্ত্ত্য দুইয়েরই খোদা। যদি তোমরা তাঁহার প্রদর্শিত পদ্ধতিতে চল এবং পরিশ্রমের সহিত কার্য্য কর, তোমাদের জন্য এই পৃথিবীতেও তিনি প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন।

তোমরা সর্ব্বদা তোমাদের মহান উদ্দেশ্য পুরোভাগে রাখিবে। খোদায় উদ্দেশ্যে যতই ত্যাগ করিবে, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবে। তোমরা আগের চেয়ে বেশী বেশী ওয়াদার কর যেন পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার হইতে পারে এবং তোমাদের নাম মোজাহেদীনের তালিকায় লিখিত হয়।

———

কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ।

১। আ'উজো বিল্লাহে মিনাশ-শায়তানের রাজীম।

ইহা একটি আরবী দোয়া; সংক্ষেপে ইহার নাম 'তাউজ'। কোরআন পাঠ আরম্ভ করিবার সময় এই দোয়া পড়ার রীতি হজরত রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অ ছাল্লামের সময় হইতে প্রচলিত আছে।

এই দোয়ায় চারিটি অর্থজ্ঞাপক শব্দ—আ'উজো, আল্লাহ, শয়তান ও রাজীম—এবং তিনটি অব্যয় পদ—বি, মিন ও আল—আছে। আ'উজো=আমি শরণ লই; বি+আল্লাহ=আল্লাহ নিকট; মিন+আল+শয়তান=সেই শয়তান হইতে; রাজীম=অভিশপ্ত। পূর্ণ দোয়াটির অনুবাদ—অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি আল্লার নিকট শরণ লই।

সুরা নহলের ত্রয়োদশ রুকুতে আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন,—"ফা-এজা কারাতাল-কোরআনা, ফাস্তায়েজ বিল্লাহ—যখন কোরআন পাঠ আরম্ভ কর (বা শেষ কর), আল্লার আশ্রয় গ্রহণ কর"।

কেহ কেহ বলেন, কোরআন পাঠ শেষ করিয়া এই দোয়া পড়া উচিৎ। তাহাদের প্রথম যুক্তি এই যে "কারাতা" অর্থ পাঠ করিয়াছ। তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে সুরা "ফলক" ও সুরা "নাছে" এই দোয়ার পুনরাদেশ দেওয়া হইয়াছে কোরআনের শেষে।

যাহাই হউক, কোরআন পাঠ আরম্ভ করিবার সময় এই দোয়া পড়া সুন্নত-সম্মত ও কোরআন পাঠ শেষ করিয়াও এই দোয়া পড়া ভাল।

শয়তানের প্রভাবে কোরআনের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে; হৃদয়ঙ্গম হইলেও পরে স্মরণ না থাকিতে পারে; এবং স্মরণ থাকিলেও তদনুযায়ী কাজ করা না হইতে পারে। এই তিন অবস্থা হইতেই মুক্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে এই দোয়া পাঠ করা হয়।

হাদীস-সংগ্রহ

—মোহম্মাদ

নিয়ত

১। ওমর ইবনে খাত্তাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে—"আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন: 'নিশ্চয়ই নিয়ত অনুযায়ী কার্য্যসমূহ। নিশ্চয়ই আছে মানবের জন্য যাহা সে পাইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং যাহার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের দিকে তাহার হিজরত আল্লাহ এবং রসুলের জন্য; এবং যাহার হিজরত দুনিয়ার দিকে যাহা সে কামনা করে এবং কোন স্ত্রীলোকের দিকে যাহাকে সে বিবাহ করিতে চায়, তাহার হিজরত ঐ সকল বস্তুর দিকে যাহার জন্য হিজরত করে। (বুখারী ও মুসলিম)।

২। আবু কাবশাতা আল আনমারিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি আল্লাহর রসুলকে বলিতে শুনিয়াছি—'আমি তিন বিষয় সম্বন্ধে কসম খাইতেছি, যথা—(১) সদকা দিলে (দান করিলে) কাহারও ধন কমে না। (২) কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারে উৎপীড়িত হয় না এবং তখন সে ধৈর্য্য ধারণ করে না পরন্তু তদ্বারা আল্লাহ তাহার সম্মান বাড়াইয়া দেন। (৩) কোন ব্যক্তি বিবাদী জমির দ্বারকে জয় করে না পরন্তু আল্লাহ তাহার জন্য দারিদ্রের দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া দেন।'—আমি যাহা তোমাদিগকে বলিলাম উহা স্মরণ রাখিবে।

তৎপরে তিনি (আল্লাহর রসুল) বলিলেন,—'নিশ্চয়ই এই পৃথিবী চারি প্রকার মানুষের জন্য। (১) এক ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ ধন এবং বিদ্যা দিয়াছেন, সে উহাদের সম্বন্ধে আল্লাহর তকওয়া করে এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, এবং এ বিষয়ে আল্লাহর জন্য যথাযথভাবে কাজ করে, এই ব্যক্তির দরজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (২) এক ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ বিদ্যা দিয়াছেন কিন্তু ধন দেন নাই, কিন্তু সে নিয়ত সম্বন্ধে খাঁটি এবং বলে, 'হায়! আমার যদি ধন থাকিত তাহা হইলে ঐ (১ম) ব্যক্তির ন্যায় আমি আমল করিতাম'—উভয়ের (১ম এবং ২য় ব্যক্তিদ্বয়ের) পুরস্কার সমান। (৩) এক ব্যক্তি যাহাকে তিনি ধন দিয়াছেন কিন্তু বিদ্যা দেন নাই এবং সে অজ্ঞতার সহিত ধনের উপর গড়াগড়ি দেয় এবং এ বিষয়ে আপন তকওয়া করে না এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করে না এবং ইহা (ধন) দিয়া হকের সহিত আমল করে না—এই ব্যক্তির দরজা সর্ব্ব নিকৃষ্ট। এবং (৪) এক ব্যক্তি যাহাকে তিনি ধন এবং বিদ্যা দেন নাই এবং সে বলে—'যদি আমার ধন থাকিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই (তৃতীয়) ব্যক্তির ন্যায় কার্য্যবলী করিতাম এবং এইরূপই তাহার নিয়ত—উভয়ের (৩য় এবং ৪র্থ বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয়ের) পরিণাম সমান।'" (তিরমিজি)।

৩। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন,—"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগের চেহারা বা ধন দেখেন না পরন্তু তিনি দেখেন তোমাদিগের হৃদয় (নিয়ত) এবং তোমাদিগের কার্য্য সমূহ।" (মুসলিম)

৪। আনাস বিন মালেক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে আল্লাহর রসুল যখন তবুকের যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "অবিশ্বাসিগণের সহিত সংগ্রামের নিমিত্ত আমরা অতিক্রম করি নাই কোন উপত্যকা, পদদলিত করি নাই কঠিন প্রান্তর, খরচ করি নাই অর্থ এবং বরণ করি নাই দুর্ভোগ পরন্তু নিশ্চয়ই মদিনায় এমন ব্যক্তিবর্গ আছে যাহারা মদিনায় থাকিয়া উপরুক্ত বিষয়-গুলিতে আমাদিগের সহিত (পুণ্যের) অংশীদার হইয়াছে।"

তাঁহারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা কেমন করিয়া হইল হে আল্লার রসুল? তাহারা তো আমাদিগের সহিত ছিল না।"

তিনি বলিলেন, "তাহাদিগের জন্য ওজরই (না আসিতে পারার প্রকৃত বাধাই) যথেষ্ট ছিল। নেক নিয়তের জন্য তাহারা অংশীদার হইয়াছে।" (বুখারী)।

৫। আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন, "যে কেহ কোন সৎকাজ করিবার নিয়ত করে, কিন্তু উহা করিতে পারে না, তাহার জন্য পুরস্কার লিখা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৬। আবদুল্লাহ বিন আমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি পৃথিবীকে আপন কাম্য করে, আল্লাহ তাহার চক্ষের সম্মুখে তাহার দারিদ্রকে দোলায়মান রাখেন।" (ইবনে মাজা)।

৭। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন,—"নিশ্চয়ই নিয়ত অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের উত্থান হইবে (কেয়ামতের দিনে)।" (ইবনে মাজা)।

৮। আবু বকর হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন, "যখন দুইজন মুসলমান তরবারী লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে, তখন নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ে অগ্নিগামী হয়।"

জিজ্ঞাসা করা হইল, "হে আল্লাহর রসুল, ইহা তো হত্যাকারীর জন্য; নিহত ব্যক্তি কি অপরাধ করিল?"

তিনি বলিলেন, "যেহেতু ঐ ব্যক্তি আপন সঙ্গীর প্রতি জিঘাংসা করিয়াছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৯। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন, "যে কেহ কোন স্ত্রীলোককে কোন মোহরানায় বিবাহ করে এবং উহা আদায় না করার নিয়ত করে, সে জেনাকার (ব্যাভিচারী); এবং যে কেহ ঋণ গ্রহণ করে এবং ফেরৎ না দেওয়ার নিয়ত করে, সে চোর!" (ইবনে মাজা)।

প্রার্থনা

—আবুল হুসেন

সব স্তব স্তুতি
হে বিশ্ব পতি,
তুমি দাতা দয়াল,
সহায় সম্বল

সব জ্যোতি দ্যুতি
সবই তোমার।
শেষ দিন পাল,
পথ চলার॥

তোমারি সেবক
দেখাও সুপথ—
যারে দানিয়াছ
সেই, সেই পথ

মাগিছে মদত,
ওদের পথ—
তব রহমত।
হে প্রভু আমার॥

ওদের পথে না
পড়ি তব কোপে
দিশে হারা হয়ে
নিওনা, নিওনা

যারা পথ-পাপে
মরে অভিশাপে,
দহে অনুতাপে।
সে পথ-ধার॥

প্লেগের টীকা।

(কিশস্তিয়ে নূহ হইতে)

(১)

"আল্লার লিখন ব্যতিরেকে কোন বিপদই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা। তিনিই আমাদের অভিভাবক; অতএব আল্লার উপরেই বিশ্বাসিগণ নির্ভর করুক।" (সুরা তওবা, রুকু ৬)।

প্রজাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সদাশয় ইংরেজ সরকার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্লেগের টীকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুদ্ধিমান প্রজাদের পক্ষে কৃতজ্ঞতার সহিত এই ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থাকে যে ব্যক্তি সন্দেহের চোখে দেখে, সে নিতান্তই মুর্খ এবং নিজের জীবনের শত্রু। সরকার যে কোনরূপ বিপদজনক চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। বহু পরীক্ষার পর যে চিকিৎসার সুফল প্রমাণিত হইয়াছে, এই সতর্ক গবর্ণমেণ্ট শুধু তাহাই প্রবর্ত্তন করেন। প্রজাদের কল্যাণের জন্যই গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। এই বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ জনহিতকর প্রচেষ্টার পশ্চাতে গবর্ণমেণ্টের কোন দুরভিসন্ধি আছে মনে করা মনুষত্বহীন অপগণ্ডের পক্ষেই সম্ভব। প্রজাদের মধ্যে যাহাদের সন্দেহ এতদূর চরমে পৌছিয়াছে, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য।

গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি প্লেগের যত রকম চিকিৎসার সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে টীকাই যে সমধিক ফলপ্রদ তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। প্রজাদের জীবনাশ আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। যথাসম্ভব টীকা গ্রহণ করিয়া তাহা দূরীভূত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তবে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের হুজুরে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে টীকা গ্রহণে আমাদের একটি ঐশী বাধা আছে। অন্যথা আমরাই সর্ব্বাগ্রে টীকা গ্রহণ করিতাম।

আমাদের ঐশী বাধাটি এই। বর্ত্তমান যুগের লোকদিগকে ঐশী অনুগ্রহের নিদর্শন দেখাইবার উদ্দেশ্যে খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,— "তোমাকে, তোমার গৃহপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে, এবং তোমার অনুসরণ, আনুগত্য ও অকৃত্রিম 'তাকওয়ার' (ধর্ম্মপরায়ণতার) কারণে তোমাতে বিলীন ব্যক্তিদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পার্থক্য প্রকাশের জন্য এই শেষ যুগে ইহা একটি ঐশী নিদর্শন হইবে। তবে যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে তোমার অনুসরণ করে না, সে তোমার নহে। তাহার জন্য দুঃখ করিও না। ইহা আল্লার আদেশ।"

অতএব ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এবং আমার গৃহ-প্রাচীরের অন্তবর্ত্তীদিগের জন্য টীকা গ্রহণের আদৌ কোন আবশ্যকতা নাই।

আকাশ ও পৃথিবীর যিনি অধিপতি, বিশ্বের কোন কিছুই যাহার জ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বের বাহিরে নহে, দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সেই খোদা আমাকে এই কথা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তিনি প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন, যদি তাহারা যাবতীয় বৈরভাব পরিহার করিয়া পূর্ণ নিষ্ঠা, আনুগত্য ও বিনয়ের সহিত আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং খোদার আদেশমালা ও তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের শিক্ষার প্রতিকূলে যাবতীয় অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, অভিমান, অবজ্ঞা ও আত্ম-অভিরুচি পরিহার করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করে।

প্লেগের প্রাদুর্ভাবে মানুষ কুকুরের ন্যায় মরে এবং ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় উন্মত্তপ্রায় হয়। আমাকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, কাদিয়ানে প্লেগের এইরূপ ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব হওয়া একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হইবে।

আমার সম্প্রদায় সংখ্যায় যতই বেশী হউক না কেন, আমার বৈরী সম্প্রদায় সমূহের তুলনায় মোটের উপর তাহারা নিরাপদ থাকিবে। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ণভাবে তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবে না বা যাহাদের সম্পর্কে খোদার পরিজ্ঞাত কোন গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, তাহাদের প্লেগ হইতে পারে। পরিশেষে মানুষ বিস্ময়ের সহিত স্বীকার করিবে যে অপর সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় আমার সম্প্রদায় যে ভাবে আল্লার সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, অন্যত্র তাহার তুলনা নাই।

এই কথা শুনিয়া বহু মূর্খ আমাকে পাগল মনে করিবে। অনেকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিবে, বিনা উপকরণে অনুগ্রহ করিতে সক্ষম খোদা সত্য সত্যই কেহ আছেন কি? হাঁ, খোদা নিশ্চয়ই এইরূপ শক্তিশালী। তিনি যদি এইরূপ শক্তিশালী না হইতেন, তাঁহার সহিত সংযোগরক্ষাকারী ব্যক্তিগণ জীবন থাকিতেই জীবনহীন হইয়া পড়িতেন।

বিস্ময়কর তাঁহার শক্তি; বিস্ময়কর তাঁহার শক্তির পবিত্র খেলা। একদিকে কুকুরের ন্যায় শত্রুগণকে তিনি লেলাইয়া দেন স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে, অপর দিকে ফেরেস্তাগণকে তিনি নিযুক্ত করেন স্বীয় বন্ধুদের খেদমতের জন্য; একদিকে জগতের প্রতি তাঁহার ক্রোধবহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠে এবং অত্যাচারীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার ধ্বংসলীলা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, অপর দিকে তাঁহার কৃপা দৃষ্টি তখন তাঁহার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদিগকে নিরাপদ রাখে। তিনি যদি এইরূপ না হইতেন, সত্যসংস্থাপক মহাপুরুষগণের যাবতীয় সাধনা ব্যর্থতায় পর্য্যবশিত হইত এবং কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিত না।

খোদার শক্তি অসীম। মানুষ ইহা দেখিতে পায় নিজ নিজ বিশ্বাসের অনুপাতে। তাঁহার শক্তির অসাধারণ বিকাশ তাঁহারাই দেখিতে পান, যাহারা তাঁহাতে আস্থাবান, তাঁহাকে ভালবাসেন, এবং প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া তদভিমুখী হন। খোদা তাহাই করেন যাহা তাঁহার ইচ্ছা হয়। তাহাদিগকেই তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তি দেখাইতে ইচ্ছা করেন, অভ্যাস বা আচারের উর্দ্ধে উঠিয়া যাহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে অসাধারণ কাজ করেন।

এ যুগের অতি অল্প লোকেই খোদাকে চেনে এবং তাঁহার শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশকে সম্ভব মনে করে। বহু লোক আছে যাহারা এ কথা বিশ্বাস করে না যে প্রত্যেক বস্তুই খোদার আহ্বান শ্রবণ করে এবং খোদার নিকটে কিছুই অসম্ভব নহে।

এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্লেগ বা অপর রোগের চিকিৎসা করান পাপ নহে। হাদীসে আছে, "প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে।" তবে যেহেতু খোদা আমার সপক্ষে একটি নিদর্শন দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, টীকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্পষ্ট নিদর্শনকে অস্পষ্ট করিলে আমি পাপী হইব। খোদার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চিত নিদর্শনের অবমাননা করিয়া আমি টীকা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। এইরূপ করিলে খোদার প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করার পাপে আমি দণ্ডনীয় হইব; এবং আমার গৃহপ্রাচীরের মধবর্ত্তী লোকদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেই খোদার নিকটে কৃতজ্ঞ না হইয়া আমাকে টীকার আবিষ্কারকের নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। সর্ব্বশক্তিমান খোদার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি জ্ঞান চক্ষে দেখিতেছি, সেই প্রতিশ্রুতির দিন সমাগত।

সর্ব্বসাধারণকে প্লেগ হইতে রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে টীকা হইতে উৎকৃষ্টতর কোন চিকিৎসা উদ্ভাবিত হইলে গবর্ণমেণ্ট সানন্দে তাহা গ্রহণ করিবেন। সুতরাং খোদাতালা আমাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যের বিরোধী নহে।

এই ভীষণ বিপদের সংবাদ এবং আমার সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লার বিশেষ অনুগ্রহের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে মৎ-প্রণীত 'বরাহিন-আহমদীয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (৫১৮-১৯ পৃষ্ঠায়)। এতদ্ব্যতীত খোদা হইতে জানিয়া অতি দৃঢ়তার সহিত আমি এ ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছি যে, আমার গৃহসীমার অন্তবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে যাহারা নিষ্ঠাবান এবং খোদা ও তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকূলে অহঙ্কার করে না, তাহারা প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে এবং খোদার বিশেষ অনুগ্রহ আমার সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত বেশী পাইবে। অবশ্যই ঈমানের দুর্ব্বলতা, অনুষ্ঠানের ত্রুটি, অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপি, বা খোদার পরিজ্ঞাত অপর কোন কারণে কচিৎ আমার সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির প্লেগ হইলে

না হওয়ার মতই তাহা ধর্ত্তব্য নহে। তুলনাস্থলে সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাই চিরন্তন রীতি। টীকার ফল সম্বন্ধেও এই কথা। পরীক্ষার পর গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পাইয়াছেন যে যাহারা টীকা লয় না তাহাদের তুলনায় টীকা গ্রহণকারীদের মধ্যে মৃত্যু অতি অল্পই ঘটে। টীকা গ্রহণ করা সত্বেও কচিত কাহারও মৃত্যু ঘটিলে টীকার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ কচিত কখনও কাদিয়ানে প্লেগ হইলে বা কচিত আমার সম্প্রদায়ের কাহারও প্লেগে মৃত্যু ঘটিলে এই নিদর্শনের মূল্য কম হইতে পারে না।

খোদার বাক্য অনুযায়ী এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ঐশীবাণী শুনিবা মাত্র পূর্ব্বাহ্ণেই হাসি বিদ্রূপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। ইহা খোদার কথা, জ্যোতিষীর কথা নহে। ইহা আলোকে দেখা সত্য; অন্ধকারের অনুমান নহে। ইহা তাঁহারই কথা যিনি প্লেগ পাঠাইয়াছেন এবং যিনি উহা দূর করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট সবিস্ময়ে দেখিতে পাইবেন, টীকা গ্রহণকারীদের তুলনায় আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপদ রহিয়াছে। তখন অবশ্যই এই নিদর্শনের মূল্য স্বীকৃত হইবে।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া প্রচারিত এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি পূর্ণ না হয়, তবে আমি খোদার প্রেরিত পুরুষ নহি। আল্লাহ আমাকে পাঠাইয়াছে। ইহার একটি পরিচয় পাওয়া যাইবে প্লেগ হইতে। আমার গৃহপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ এবং অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় আমার সম্প্রদায়ের লোক এই রোগের আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকিবে। এই রোগ হইতে তাহাদের মধ্যে যেরূপ নিরাপত্তা দেখা যাইবে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। অতি বিরল ঘটনারূপে বই ভীষণ মহামারী আকারে কাদিয়ানে কখনও প্লেগ আসিবে না।

হায়, কাদিয়ানের সমুদায় অধিবাসী যদি সরল হইত, তাহারা সকলেই রক্ষা পাইত। ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদের কারণে পৃথিবীতে কেহই শান্তি পায় না। ইহার বিচার হইবে কেয়ামতের দিন। পৃথিবীতে শান্তি আসে দুষ্কার্য্য, অত্যাচার ও পাপের বাড়াবাড়ির কারণে।

কোরআন শরীফে এবং 'পুরাতন বিধানের' (Old Testament) কতিপয় পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, প্রতিশ্রুত মসীহের সময়ে প্লেগ দেখা দিবে। হজরত ঈসা আলায়হেচ্ছালামও ইঞ্জিল পুস্তকে এই সংবাদ দিয়াছেন। বহু নবীর কথিত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়া অসম্ভব। এই ঐশী প্রতিশ্রুতির কারণে মানবের উদ্ভাবিত চিকিৎসা গ্রহণে বিরত থাকা আমার কর্ত্তব্য। অন্যথা শত্রুগণ এই স্বর্গীয় নিদর্শনের পশ্চাতে অন্য কারণ দর্শাইতে পারিবে। তবে স্বয়ং খোদা যদি কোন আনুসঙ্গিক চিকিৎসা বা ঔষধ বলিয়া দেন, তাহা গ্রহণ করা এই নিদর্শনের বিরোধী হইবে না। কারণ, যিনি এই নিদর্শন দিয়াছেন, তিনিই এইরূপ চিকিৎসা বা ঔষধ বলিয়া দিবেন।

কেহ যেন মনে না করে যে কদাচিত আমার সম্প্রদায়ের কেহ প্লেগে মারা গেলে এই নিদর্শনের মূল্য-মর্য্যাদা কম হইবে। অতীতে মুসা ও বশুয়াকে এবং পরিশেষে আমাদের নবী ছঃ আঃ অছাল্লামকে আল্লাহ আদেশ দিয়াছিলেন,—অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা কর, অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহারা শত শত নরনারীকে হত্যা করিয়াছে। যুদ্ধের এই আদেশ ছিল এই নবীদিগের জন্য একটি নিদর্শন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের বিরাট বিজয় হইয়াছিল। কিন্তু শত্রুর অস্ত্রে অল্প সংখ্যক ধার্ম্মিকও শহীদ হইয়াছিলেন। এই শহীদগণের শাহাদত এই নিদর্শনের মূল্য কম করে নাই। অবিকল এইরূপেই দৈবাৎ উল্লিখিত কারণে আমার সম্প্রদায়ের কাহারও প্লেগে মৃত্যু হইলে এই নিদর্শনের মূল্য কম হইতে পারে না।

আমি বার বার দাবীর সহিত বলিতেছি, আল্লাহ এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবেন এবং এমন ভাবে পূর্ণ করিবেন যে আমার সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার অসাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে সত্যান্বেষিগণ নিঃসন্দেহ হইবে। আমার এই দাবী একটি বিরাট নিদর্শন নহে কি? প্লেগ সংক্রান্ত এই নিদর্শনের ফলে আমার সম্প্রদায় এত অধিক বৃদ্ধি লাভ করিবে যে তাহাদের উন্নতি দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অপর সম্প্রদায় সমূহের সহিত তুলনায় খোদা যদি আমার সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করেন, তবে আমার বিরোধিগণ আমাকে ভণ্ড সাব্যস্ত করিতে অধিকারী হইবে।

'নজলুল-মসীহ' পুস্তকে আমি দেখাইয়াছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা পরাজিত হইয়াছে। অদ্যাবধি আমাকে ভণ্ড আখ্যা দিয়া তাহারা 'লানত' (অভিসম্পাত) ক্রয় করিয়াছে মাত্র। তাহারা বার বার চীৎকার করিয়াছে, আথম পনর মাসের মধ্যে মরে নাই। অথচ ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছিল যে ইসলামের প্রতি বৈরভাব হইতে বিরত থাকিলে সে পনর মাসের মধ্যে মরিবে না। আথম তাঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামকে দজ্জাল বলিয়াছিল। ইহাই ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি। সভা স্থলেই সত্তর জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে সে তাহার এই উক্তি প্রত্যাহার করে এবং পরবর্ত্তী পনর মাস কাল ভীত ও নীরব থাকিয়া তাহার এই প্রত্যাহার আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। ফলে সে পনর মাসের মধ্যে মরে নাই, পনর মাসের পরে মরে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল, আমাদের উভয়ের মধ্যে যাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস মিথ্যা সে প্রথমে মরিবে। এতদনুযায়ী সে আমার পূর্ব্বেই মরিয়াছে।

খোদাতালা আমাকে যে সকল গায়েবের সংবাদ জানাইয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্যূন দশ হাজার সংবাদ যথা সময়ে পূর্ণ হইয়াছে। এই দশ হাজারের মধ্যে দেড় শত ঘটনা সাক্ষি প্রমাণ সহ 'নজুলুল-মসীহ' পুস্তকে লিখিয়াছি। এই পুস্তক এখন ছাপা হইতেছে। আমার এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই যাহা আংশিক বা ষোলআনা পূর্ণ হয় নাই। আমরণ অনুসন্ধান করিলেও আমার এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী কেহই দেখাইতে পারিবে না যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে উহা ব্যর্থ হইয়াছে। তবে নির্লজ্জ এবং অজ্ঞ লোকের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারে।

আমার বহু ভবিষ্যদ্বাণী অতি পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হইয়াছে এবং উহার সপক্ষে লক্ষ লক্ষ সাক্ষি রহিয়াছে। আমি দাবীর সহিত বলিতেছি, একমাত্র তাঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামের সময়ে ব্যতীত আর কোন নবীর সময়েই ইহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। মীমাংসার পথ অবলম্বন করিলে বহু পূর্ব্বেই আমার বৈরিগণের চক্ষু খুলিয়া যাইত। আমি তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে প্রস্তুত ছিলাম, যদি তাহারা জগৎ খুজিয়া কোন উপমা উপস্থিত করিতে পারিত। নিছক দুর্ব্বুদ্ধি বা অজ্ঞতা বশতঃ বলা যাইতে পারে, অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। এইরূপ উক্তিকে দুষ্টবুদ্ধি বা অলীক সন্দেহ-প্রসূত বই আমি আর কি বলিতে পারি? সভা করিয়া আলোচনা করা হইলে এইরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় উক্তি প্রত্যাহার করিতে হইবে, অথবা নির্লজ্জ সাব্যস্ত হইতে হইবে। হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহার সপক্ষে হাজার হাজার সাক্ষি রহিয়াছে। ইহা সহজ কথা নহে। খোদাকে যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছে; প্রত্যেকটিই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে; এবং হাজার হাজার লোক ইহার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার নবী করীমের সময়ে ব্যতীত আর কখনও কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে কি? এ যুগে খোদা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। স্বীয় দাসের নিকটে তিনি শত শত গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিতেছেন। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, অতীতে ইহার উপমা অতি অল্পই পাওয়া যাইবে।

অচিরে সকলেই দেখিতে পাইবে, এ যুগে খোদা যেন আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন। দীর্ঘকাল তিনি লুক্কায়িত ছিলেন। লোকে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছিল। তিনি নীরব ছিলেন। এখন তিনি আর লুকাইয়া থাকিবেন না। জগৎ এখন তাঁহার শক্তিমত্তার বিরাট প্রকাশ দেখিতে পাইবে। পিতামাতামহগণ কখনও এইরূপ দেখেন নাই। ইহার কারণ এই যে জগদ্বাসী পথহারা হইয়া পড়িয়াছে। ভূলোক ও দ্যুলোকের স্রষ্টার প্রতি মানুষ আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। মুখে তাঁহার নাম জপ করে; অন্তরে তাঁহার স্থান নাই। এই কারণে খোদা বলিয়াছেন, "আমি এখন নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিব।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবী এখন মৃত; খোদার চেহারা না দেখার কারণে জগদ্বাসীর হৃদয় মৃতবৎ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; অতীত ঐশী নিদর্শনমালা এখন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে; অতএব খোদা নূতন পৃথিবী ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কি সেই নূতন পৃথিবী? এবং কি সেই নূতন আকাশ? সেই পবিত্র হৃদয়ই নূতন পৃথিবী, খোদা স্বহস্তে যাহা সৃষ্টি করিতেছেন। এই পবিত্র হৃদয়ের বিকাশ হইবে খোদা হইতে এবং খোদার বিকাশ হইবে এই পবিত্র হৃদয়ে। নূতন আকাশ বলিতে সেই নিদর্শনমালা বুঝিতে হইবে, খোদার অনুমতিক্রমে তাঁহার এই দাসের মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হইতেছে।

কিন্তু হায়, জগৎ খোদার নূতন জ্যোতির শত্রু হইয়াছে। কাহিনী ব্যতীত তাহাদের নিকটে আর কিছুই নাই। তাহাদের কল্পনাই তাহাদের খোদা। তাহাদের হৃদয় বক্র, উদ্যম শিথিল এবং চক্ষু পর্দ্দায় আচ্ছন্ন। অপর জাতিগণ ত স্বয়ং খোদাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। মানব-সন্তানকে যাহারা খোদা মনে করে তাহাদের কথা আর কি বলিব? মুসলমানদের অবস্থাই দেখ, খোদা হইতে তাহারা কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা সত্যের কঠোর শত্রু এবং সৎপথের সাংঘাতিক বৈরী।

'নদওয়াতুল-ওলামা' ইসলাম-সেবার বড় বড় দাবী করে। লাহোরের আঞ্জুমানে হিমায়েতুল-ইসলাম ইসলামের নামে মুসলমান সমাজ হইতে অর্থ গ্রহণ করে। ইহারা কি সত্যই ইসলামের হিতাকাঙ্খী? ইহারা 'সরল পথের' সহায়তা করিতেছে কি? ইসলাম কোন বিপদে নিষ্পেষিত হইয়াছে? ইসলামের জীবন সঞ্চারের জন্য খোদা কি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন? ইহাদের তাহা স্মরণ আছে কি? আমি সত্য সত্যই কহিতেছি, যদি আমি না আসিতাম, তাহা হইলে ইহাদের ইসলাম সেবার দাবী কতকটা গ্রহণ যোগ্য হইতে পারিত। ইহারা ইসলাম-সেবার দাবী করে। আকাশে শুভ নক্ষত্রের উদয় হইল এবং ইহারাই সর্বপ্রথমে তাহা অস্বীকার করিল। খোদার হুজুরে ইহারা অপরাধী। খোদা আমাকে যথা সময়ে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার হুজুরে ইহারা কি উত্তর দিবে? ইহাদের একটুও উদ্বেগ নাই। সূর্য্য প্রায় মধ্য গগণে পৌছিয়াছে। ইহারা মনে করে, এখনও রাত্রি আছে! খোদার উৎস প্রবাহিত হইতেছে। ইহারা জলহীন প্রান্তরে রোদন করিতেছে। স্বর্গীয় জ্ঞানের সাগর বহিতেছে। ইহারা আদৌ সংবাদ রাখেনা। স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে। ইহারা উদাসীন। শুধু উদাসীনই নহে; খোদার ব্যবস্থার সহিত ইহারা শত্রুতা করিতেছে। ইহাই কি ইহাদের ইসলাম সেবা? ইসলাম প্রতিষ্ঠা? ইসলামের শিক্ষা বিস্তার?

আদিকাল হইতে নবীগণ খোদার যে নিশ্চিত ইচ্ছা জানাইয়া আসিতেছেন, বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ইহারা তাহা রোধ করিতে পারিবে কি? না, কখনই নহে। "আল্লাহ লিখিয়া রাখিয়াছেন,
—আমরা ও আমাদের রসুলগণ অবশ্যই
বিজয়ী হইব"। অচিরে আল্লার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে।

আমার সমর্থনে আজ হইতে দশ বৎসর পূর্ব্বে রমজান মাসে খোদা সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ দেখাইয়াছেন। দিবাকর ও নিশাকরকে সাক্ষি করিয়া খোদা আমার সপক্ষে আকাশে দুইটি নিদর্শন দেখাইয়াছেন। নবীদিগের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার সপক্ষে পৃথিবীতেও তিনি দুইটি নিদর্শন দেখাইয়াছেন। ইহার একটি তোমরা কোরআন শরীফে পাঠ করিয়া থাক, "যখন পূর্ণ গর্ভিনী উষ্ট্র-গাভী পরিত্যাক্ত হইবে"
(৮১ : ৪); এবং হাদীসে দেখিতে পাও "উষ্ট্রে
আরোহন অবশ্যই বর্জ্জিত হইবে"। মক্কা ও মদিনার
পথে রেল-পথ প্রস্তুত হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় নিদর্শন প্লেগ। ইহার ইঙ্গিত করিয়া খোদা বলিয়াছেন, "কেয়ামত দিবসের
পূর্ব্বে এমন কোন জনপদ থাকিবে না
যাহা আমরা ধ্বংস বা কঠোর শাস্তির
অধীন করিব না।" (বনি ইসরাইল, রুকু ৬)। ফল কথা, খোদা আমার সপক্ষে আকাশকে সাক্ষি করিয়াছেন; রেল প্রবর্ত্তন করিয়া এবং প্লেগ পাঠাইয়া পৃথিবীকেও আমার সপক্ষে সাক্ষি করিয়াছেন।

খোদার সহিত বিরোধ করিও না। তাঁহার সহিত বিরোধ করা মূর্খতা। আদমকে খলিফা করিবেন বলিয়া অতীতে তিনি স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফেরেস্তাগণ তখন আপত্তি করিয়াছিল। এই আপত্তির কারণে তিনি স্বীয় ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি? এই দ্বিতীয় আদমকে সৃষ্টি করিবার সময়ে এখন তিনি বলিয়াছেন,
"আমি খলিফা নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া-
ছিলাম; তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি।" খোদার এই ইচ্ছা তোমরা রোধ করিতে পারিবে কি? নিশ্চিত কথা ছাড়িয়া আনুমানিক কথার আবর্জ্জনা উপস্থিত কর কেন? অনর্থক পরীক্ষা করিতে আসিও না। নিশ্চয় জানিয়া রাখ, খোদার ইচ্ছা কেহই রোধ করিতে পারে না। এই শ্রেণীর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া ধার্ম্মিকের কাজ নহে। সন্দেহ থাকিলে অবশ্যই নিরসনের পথ রহিয়াছে।

খোদার বাণী পাইয়া আমি শুভ সংবাদ প্রচার করিয়াছি, আমার শিক্ষার অনুসরণকারী সম্প্রদায় প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। তদ্রূপ আপনারাও আপনাদের স্বধর্ম্মীয়গণের প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবার উপায় খোদার নিকট হইতে জানিয়া প্রচার করুন। ইহাতে আপনাদের স্বধর্ম্মীয়দের কল্যাণ হইবে এবং লোকেও বুঝিতে পারিবে খোদা আপনাদের পক্ষে আছেন কি না।

খৃষ্টানদিগের জন্য এখন একটা সুবর্ণ সুযোগ। তাহারা সর্ব্বদাই বলে, যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। এই বিপদের দিনে খৃষ্টানদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা অবশ্যই যিশুর কর্ত্তব্য।

বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকদের মধ্যে যাহাদের প্রার্থনা খোদা বেশী মঞ্জুর করেন, তাহারাই তাহার প্রিয় পাত্র। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কেই খোদা এখন সুযোগ দিয়াছেন। দেশময় অনর্থক বাগবিতণ্ডা না করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এখন খোদার নিকটে তাহাদের প্রিয়তর হওয়া সপ্রমাণ করিতে যত্নবান হইতে পারে। ইহাতে একদিকে তাহারা প্লেগ হইতে নিরাপদ হইতে পারিবে; অপরদিকে তাহাদের ধর্ম্মের সার্থকতাও সপ্রমাণ হইবে।

পাদরী সাহেবানকে বিশেষ ভাবে আহ্বান জানাইতেছি। তাহারা বলেন, মরিয়ম পুত্র যীশুই ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। তাঁহারা যদি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে যীশু সত্য সত্যই ইহলোক ও পরলোকের প্রভু, তাহাদের প্রচারিত 'মহাপ্রায়শ্চিত্তের' বিনিময়ে পরিত্রাণ লাভের কিঞ্চিৎ নমুনা দেখিবার অধিকার খৃষ্টানদিগের অবশ্যই এখন আছে।

এই উপায় অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে। ব্রিটিশ ভারতে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্ম্মে আস্থাবান। তাহারা যদি নিজ নিজ বিশ্বাস-সম্মত খোদা বা খোদার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেবতা বা উপাস্যের নিকটে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে প্লেগ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন, এবং সেই খোদা বা দেবতার নিকট হইতে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া আমার ন্যায় তাহা বিজ্ঞাপিত করেন, তাহা হইলে মানবজাতির কল্যাণই হইবে, তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের সার্থকতা প্রমাণিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্টেরও সহায়তা হইবে। প্রজাগণকে প্লেগ হইতে মুক্ত রাখা বই গবর্ণমেণ্ট আর কি চান?

উপসংহারে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমার সম্প্রদায়ের লোক পাঞ্জাব এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপনে তাহাদের সকলকেই আমি প্লেগের টীকা লইতে নিষেধ করিতেছি না। টীকা গ্রহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে সুনিশ্চিত আদেশ দিয়াছেন, আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে তাহারা অবশ্যই টীকা গ্রহণ করিবে। টীকা গ্রহণ করা না করা গবর্ণমেণ্ট যাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপরে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও যাহারা সম্যক আমার শিক্ষা অনুযায়ী চলিতেছে না, তাহাদেরও টীকা গ্রহণ করা উচিত। অন্যথা তাহাদের পদস্খলন হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া খোদার প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে অপর লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে শিক্ষা পূর্ণভাবে পালন করিলে প্লেগ হইতে নিরাপদ হওয়া যায়, তাহা কি? পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিব।

পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে

হজরত খলিফাতুল মসীহের সাক্ষ্য

লাহোর, ১৫ই জানুয়ারী (এ, পি, পি,)

অনুবাদক—আশরাফ হোসেন

আহমদী জমাতের নেতা হজরত মীর্জ্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ গত ১৩ই জানুয়ারী বুধবার পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে হজরত জিব্রাইলের (আঃ) মাধ্যমেই অলি, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ এবং অন্য লোকের কাছে অহি প্রেরণ করা হয়। তাঁহার মতে অহি এবং এলহামের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আদালত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেবের কাছেও কি হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমেই অহি প্রেরণ করা হইত? জবাবে তিনি বলেন, মীর্জ্জা সাহেবের একটি এলহাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে হজরত জিব্রাইল তাহার সম্মুখে দৃশ্যমান মূর্ত্তি ধরিয়া আগমণ করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, আল্লাহ মীর্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেবকে নবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আদালতের অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, 'মাসুম' শব্দের অর্থ যদি এই হয় যে মানুষ কখনই ভুল করিবে না, তবে এই অর্থে কেহই 'মাসুম' নহেন; এমন কি হজরত রসুলে করীমও (ছঃ) নহেন।

বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, কোন নবীর প্রতি যখন এই গুণবাচক 'মাসুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, উক্ত নবী যে শরিয়ত দ্বারা চালিত হইতেছেন তাহার বিরুদ্ধ কোন কিছু তিনি করিতে পারেন না। অন্য কথায় এই বলা যায় যে, ছগীরা বা কবিরা কোন গোনাই নবী করিতে পারেন না। এমন কি মকরুহাতও তাঁহারা করিতে পারেন না। তাঁহার মতে, মীর্জ্জা সাহেব ছগীরা বা কবিরা গোনাহ্ করেন নাই এবং এই অর্থে তিনি মাসুম।

হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহমদের ন্যায় আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব পৃথিবীতে আরও হইবে কি না, আদালতের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন: এরূপ ব্যক্তির আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, তবে আল্লাহ এরূপ কোন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পাঠাইবেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না।

তিনি আরও বলেন যে, তাহার মতে কোরআনে নির্দ্দেশিত খাটি ইসলামী হুকুমত কায়েম করা এখন অসম্ভব। কোরআনের ইসলামী হুকুমতের সংজ্ঞা অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব।

প্রঃ অলি, মুহাদ্দিস, অথবা মুজাদ্দিদের নিকটও কি জিব্রাইলের (আঃ) মাধ্যমে অহি প্রেরণ করা হয়?

উঃ হাঁ, এমন কি উপরুক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্যদের নিকটও তাঁহার মাধ্যমেই অহি প্রেরণ করা হয়।

প্রঃ অলি, মুহাদ্দিস এবং মুজাদ্দিদের ক্ষেত্রে অহির বিষয়বস্তু কি হয়?

উঃ স্বর্গীয় শুভেচ্ছার প্রকাশ, কোন কিছু পরবর্ত্তীকালে সজ্ঘটিত হইবে এমন বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, অথবা প্রেরিত পুস্তকের কোন বাক্যের ব্যাখ্যা।

প্রঃ অহি এবং এলহামের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ কোন পার্থক্য নাই।

প্রঃ হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেবের নিকটও কি হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমেই ওহি প্রেরণ করা হইয়াছিল?

উঃ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেকটি ওহিই হজরত জিব্রাইলের (আঃ) তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। মীর্জ্জা সাহেবের একটি এলহাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার সম্মুখে দৃশ্যমান মূর্ত্তি ধরিয়া আগমণ করিয়াছিলেন।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মীর্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেব 'গোড়া' অর্থে নবী ছিলেন।

উঃ নবুয়তের কোন 'গোড়া' সংজ্ঞা আছে বলিয়া আমি জ্ঞাত নই। আমি তাঁহাকেই নবী বলি, যাকে আল্লাহ নবী আখ্যা দিয়াছেন।

প্রঃ আল্লাহ কি মীর্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেবকে নবী আখ্যা দিয়াছেন?

উঃ হাঁ।

প্রঃ মীরজা সাহেব প্রথম কখন নিজকে নবী বলিয়া ঘোষণা করেন? দয়া করিয়া তাঁহার দাবীর তারিখ এবং হাওয়ালা দিবেন কি?

উঃ আমার যতদূর স্মরণ হয়, ১৮৯১ সনে তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন।

প্রঃ নবীর আবির্ভাবে কি নূতন উম্মতের সৃষ্টি হয়?

উঃ না।

প্রঃ ইহাতে কি নূতন জমাতের সৃষ্টি হয়?

উঃ হাঁ।

প্রঃ নূতন নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে তাহার অনুসারীদের আচরণ কি অন্য লোকদের হইতে স্বতন্ত্র হয় না?

উঃ নবী যদি কোন নূতন শরীয়ত আনয়ন করেন তবে হাঁ; অন্যথা অন্য লোকের কাছ হইতে প্রাপ্ত ব্যবস্থারই তাহাদের কার্য্যক্রম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

প্রঃ দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী আহমদীরা কি একটি পৃথক শ্রেণী?

উঃ আমরা মুসলমানদের মধ্যেই একটি ফিরকা, পৃথক উম্মত নহি।

প্রঃ একজন আহমদীর প্রথম কর্ত্তব্য কি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা? অথবা তার জমাতের নেতার প্রতি?

উঃ আমরা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী, তাহার প্রতি অনুগত থাকা আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ।

প্রঃ ১৮৯১ সনের পূর্ব্বে মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব কি বার বার এই কথাই বলেন নাই যে, তিনি নবী নহেন? তাঁহার কাছে যে অহি হয় তাহা অহি নবুয়ত নয়, তাহা ওহি ওয়ালিয়াত।

উঃ ১৯০০ সনে তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার এই ধারণাই ছিল যে, যে ব্যক্তি নবী হইবেন তাঁহার নূতন শরীয়ত থাকিবে। কিন্তু পরবর্ত্তী ওহিতে আল্লাহ তাঁহাকে জানান যে নবী হওয়ার জন্য ইহা অপরিহার্য্য শর্ত্ত নহে; নূতন শরীয়ত ছাড়াও নবী হইতে পারে।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব কি 'মাসুম' ছিলেন?

উঃ মাসুমের অর্থ যদি এই হয় যে মাসুম কখনও ভুল করিবে না, তবে এই অর্থে কোন মানুষই মাসুম নহেন, এমন কি হজরত মোহাম্মদও (ছঃ) নহেন। কোন নবীর প্রতি যখন এই গুণবাচক শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, উক্ত নবী যে শরিয়তের মাতেহাত আছেন তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অক্ষম। অন্য কথায় এই বলা যায় যে, নবী ছগীরা বা কবীরা কোন গোনাহ করিতে পারেন না, এমন কি মকরুহাতও করিতে পারেন না। এমন অনেক নবী ছিলেন যাহারা কোন নূতন শরিয়ত নিয়া আসেন নাই। শরিয়ত ছাড়া অন্য বিষয়ে নবী ভুল করিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দুই দলের মধ্যে একটি মামলার ব্যাপারে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মাসুম ছিলেন কি?

উঃ ছগীরা বা কবীরা গোনাহ তিনি করেন নাই, এই অর্থে তিনি মাসুম ছিলেন।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন যে শেষ বিচারের দিন অন্যান্য মানুষের মত মীর্জা সাহেবকেও জবাবদিহি করিতে হইবে।

উঃ আমাদের ধারণা এই যে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। হজরত রসুলে করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার উম্মতদের এরূপ অসংখ্য ব্যক্তিকে শেষ বিচারের দিন কোন জবাবদিহি করিতে হইবে না যারা নবী নহেন।

প্রঃ মৃত্যুর পর আম্বিয়াদের কি অবস্থা ঘটে? শেষ বিচারের দিন না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা কি কবরেই শায়িত থাকেন অথবা সোজা ফেরদৌস বা অরাফে চলিয়া যান?

উঃ আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পর নবীগণ সোজা ফেরদৌস বা আরাফে চলিয়া যান এই ধারণা ঠিক নয়। অবশ্য ইহা সত্য যে তাহাদিগকে আল্লার নিকট কোন বিশেষ জায়গায় নিয়া যাওয়া হয়।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর পর মনকীর এবং নকীর কবরে আসিয়া মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করে

উঃ মুনকীর এবং নকীর দুইজন ফেরেস্তা। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে, মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিতে তাঁহারা জড় দেহ ধারণ করিয়া কবরে আসেন।

প্রঃ মুনকীর এবং নকীর কেন কবরে আসেন?

উঃ মৃত ব্যক্তিকে তাহার বিগত কার্য্যকলাপ স্মরণ করাইয়া দিতে।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মুনকীর নকীর মীরজা সাহেবের কবরেও আসিয়াছিলেন।

উঃ এই কথা জানিবার কোন উপায় আমার নাই।

প্রঃ আদমকে ক্ষমা করার পর আল্লাহ তাঁহার অন্তরে যে স্বর্গীয় আলো স্থাপন করিয়াছিলেন, মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবও কি সেই আলোকের উত্তরাধিকারী?

উঃ এই কাহিনী আমি অবগত নহি। কোরআনে বা ছহি হাদিসে এর কোন উল্লেখ নাই।

প্রঃ মসিহ বা মাহদীর আগমণ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোরআনে কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি?

উঃ কোরআনে তাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

প্রঃ হাদিসে কি এ কথা নাই যে মসিহ এবং মাহদী দুইজন পৃথক ব্যক্তি হইবেন?

উঃ হাঁ, কোন কোন হাদিসে এইরূপও আছে।

প্রঃ প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসিহ কি নবীর মর্য্যাদা পাইবেন?

উঃ হাঁ।

প্রঃ তাঁহারা কি পার্থিব শাসন কর্ত্তা হইবেন?

উঃ আমার মতে, না।

প্রঃ এমন কোন হাদিস আছে কি যে মসীহ জেহাদ ও জিজিয়া সংক্রান্ত বিধানকে বাতেল করিবেন?

উঃ একটি হাদিসে জিজিয়া সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এবং অন্যটিতে 'হারব' (যুদ্ধ) সম্বন্ধে। আমরা জিজিয়া সংক্রান্ত হাদিসটিকে গ্রহণ করি এবং অন্যটিকে ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ মনে করি। অবশ্য আমরা মনে করি না যে হাদীসে ব্যবহৃত 'ইয়াজাও' শব্দের অর্থ বাতেল করা। আমরা মনে করি ইহার অর্থ মুলতবী রাখা।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব নিজেকে মসিহ ও মাহদী বলিয়া কি দাবী করিয়াছিলেন?

উঃ হাঁ।

প্রঃ মাহদী ও মসিহের প্রতি ঈমান আনা কি সকল মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য?

উঃ যখন কোন মুসলমান উপলব্ধি করে যে দাবীদার ব্যক্তি সত্যই মসিহ, তখন তাঁহাকে গ্রহণ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

প্রঃ ইসলাম কি রাজনীতি-সমন্বিত ধর্ম্ম-ব্যবস্থা?

উঃ ইহা ধর্ম্মব্যবস্থা, তবে ইহাতে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় অনুশাসনও আছে। এই অনুশাসনগুলি যেহেতু ধর্ম্মীয় বিধানের অন্তর্গত, ধর্ম্মীয় বিধানের মতই ইহা অবশ্য পালনীয়।

প্রঃ এরূপ বিধানে কাফেরদের মর্য্যাদা কি?

উঃ কাফেররা মুসলমানদের সমান অধিকার পাইবে।

প্রঃ কাফের কে?

উঃ কাফের, মোমিন এবং মুসলিম এই সমস্ত শব্দ আপেক্ষিক এবং বেআপেক্ষিকভাবে ব্যতীত ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। কোরআন শরীফে 'কাফের' শব্দটি 'আল্লাহ' এবং 'তাগুত' (শয়তান) উভয় সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইয়াছে; এইরূপে 'মোমেন' শব্দটি তাগুত (শয়তান) সম্পর্কেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রঃ কাফের অর্থাৎ অমুসলমানগণ ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসিত রাষ্ট্রে আইন তৈরী, আইন পরিচালনা এবং শাসন বিভাগীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদলাভ করিতে পারে কি?

উঃ আমার মতে কোরআনে যে খাটি ইসলামী হুকুমতের কথা বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

প্রঃ ইসলামী হুকুমত কখনও বিদ্যমান ছিল কি?

উঃ হাঁ, 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' সময়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।

প্রঃ ঐ প্রজাতন্ত্রে কাফেরদের কি স্থান ছিল? আইন রচনা ও পরিচালনায় তাহারা কি অংশ গ্রহণ করিত এবং তাহাদের উপর কি উচ্চ শাসন দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল?

উঃ এ প্রশ্ন তখন উপস্থিত হয় নাই। মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে তখন নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে যে সমস্ত কাফের বিজিত হইয়াছিল তাহাদিগকে মুসলমানদের সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এখনকার মত তখন কোন নির্ব্বাচিত পরিষদ ছিল না।

প্রঃ রসুলে করীমের (ছঃ) সময়ে কি পৃথক বিচার বিভাগ ছিল?

উঃ ঐ সময় স্বয়ং রসুলে করীম (ছাঃ) ছিলেন বিচার বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ।

প্রঃ ইসলামী হুকুমতে একজন কাফের তার ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে কি?

উঃ হাঁ।

প্রঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার পর ইসলামী হুকুমতের কোন মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, যেমন ধরুন খৃষ্ট ধর্ম্ম, বা নাস্তিক হইয়া যায়, তাহাকে তাহার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে কি?

উঃ আমার মতে তা' করা যায় না। তবে ইসলামে এমন বহু ফিরকা আছে যাহারা এই ধরণের ব্যক্তির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়াছেন।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদের দাবী সম্বন্ধে যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর যদি কোন মুসলমান আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁহার দাবী মিথ্যা, তবে তখনও কি তিনি মুসলমান থাকেন?

উঃ হাঁ, সাধারণ অর্থে তখনও তিনি মুসলমান।

প্রঃ কোন একটি ভ্রান্ত ধারণাকে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে সঠিক বলিয়া বিশ্বাস করে, আপনি কি মনে করেন যে তাহার সেই বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন?

উঃ আমার মতে শাস্তি নির্দ্ধারিত হইবে বিশ্বাসের অভ্রান্ততা দিয়া নয়, বিশ্বাসের আন্তরিকতা দিয়া।

প্রঃ ইসলামী হুকুমতের অধিবাসী প্রত্যেকটি মুসলমানকে কোরআন ও সুন্নাহ এবং আল্লাহ সম্বন্ধীয় বিধান মোতাবেক চলিতে বাধ্য করা কি ঐ হুকুমতের ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য নয়?

উঃ ইসলামের মূলনীতি এই যে গোনাহ ব্যক্তিগত ব্যাপার; গোনাহের জন্য গোনাহগার ব্যক্তি নিজেই দায়ী। ইসলামী হুকুমতে বসবাসকারী কোন মুসলমানও যদি কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন কাজ করে, তবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে।

---

(২)

ইহার পর আদালতের কাজ মূলতবী থাকে। পরদিন (১৪ই জানুয়ারী) আদালত তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সমূহ করেন।

প্রঃ আপনি গতকল্য বলিয়াছিলেন, গোনাহ ব্যক্তিগত ব্যাপার। মনে করুন, ইসলামী হুকুমতের আমি একজন মুসলমান নাগরিক। আমি জনৈক ব্যক্তিকে কোরআন ও সুন্নাহার পরিপন্থী কোন কাজ করিতে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করা কি আমার ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য নয়? ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্যর অর্থ এই যে তাহাকে ঐ কাজ হইতে বিরত না করিলে আমার গোনাহ হইবে।

উঃ আপনার কর্ত্তব্য তাহাকে উপদেশ দেওয়া।

প্রঃ যদি আমি "সাহেবে-আমর" (কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি) হই?

উঃ তাহা হইলেও আপনার ধর্ম্মবোধ আপনাকে এ দায়ীত্ব দেয় না যে আপনি ঐ ব্যক্তিকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করেন।

প্রঃ আমি যদি 'সাহেবে-আমর' হই, তবে কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কার্য্যকলাপকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া আইন প্রণয়ন করা কি আমার ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য হইবে না?

উঃ না, এরূপ আইন প্রণয়ন করা আপনার ইচ্ছাধীন ব্যাপার; ইহা আপনার ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য নয়।

প্রঃ সত্য নবীকে অস্বীকার করা কি কুফর নয়?

উঃ হাঁ, ইহা কুফরের শামিল। কুফর দুই প্রকারের; এক প্রকারের কুফর 'মিল্লাত' হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়, অন্য প্রকার বহিস্কৃত করে না। কলেমায় বিশ্বাস না করা প্রথম প্রকারের 'কুফর' এবং প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম প্রতিকূলে মনোভাব পোষণ করা দ্বিতীয় প্রকারের 'কুফর'।

প্রঃ রসুলে করীমের (ছঃ) আবির্ভাবের পর কোন নবীর আবির্ভাব হইলে সেই নবীর প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি কি পরকালে শাস্তি ভোগ করিবে?

উঃ আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে গোনাহগার মনে করি। আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন কি না তাহা আল্লাই ভাল জানেন।

প্রঃ "খাতামুন-নবীয়িন" শব্দের "তা" কি আপনারা "জবর" দিয়া পড়েন অথবা "জের" দিয়া?

উঃ উভয়ই ঠিক।

প্রঃ এই শব্দটীর প্রকৃত অর্থ কি?

উঃ এই শব্দটি যদি "জবর" দিয়া পড়া হয়, তবে ইহার অর্থ এই হয় যে রসুলে করীম (ছঃ) সমস্ত নবীর অলঙ্কার স্বরূপ। কারণ, আঙ্গুটি মানুষের অলঙ্কার। "জের" দিয়া পড়িলেও তফছিরকারকদের মতে ঐ একই অর্থ হয়। কোন ব্যক্তি কোন জিনিষকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে, এ অর্থও হয়। এই অর্থে 'খাতামুন-নবীয়িন' দ্বারা শেষ নবী বুঝায়। 'শেষ নবী' অর্থ গ্রহণ করিলে 'নবীয়িন' শব্দ এখানে শুধু 'তশরীয়ী নবী' অর্থাৎ শরীয়তধারী নবীগণকে বুঝায়।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব কোন অর্থে নবী?

উঃ ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। তিনি নবী ছিলেন, কারণ ওহিতে আল্লাহ তাঁহাকে নবী আখ্যা দিয়াছেন।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের মত আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব ভবিষ্যতেও হইবে কি?

উঃ এরূপ সম্ভাবনা আছে, তবে আল্লাহ এরূপ ব্যক্তি আর পাঠাইবেন কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

প্রঃ কোন মহিলা কি নবী হইতে পারেন?

উঃ হাদিসে আছে, নারী নবী হইতে পারে না।

প্রঃ আপনার জমাতের কোন মহিলা কি নিজেকে এইরূপ আধ্যাত্মিক মর্য্যাদার অধিকারীণী বলিয়া দাবী করিয়াছেন?

উঃ না, এ সম্বন্ধে আমি অবগত নহি।

প্রঃ জাহান্নামে মানুষ কি অনন্তকাল বাস করিবে?

উঃ না।

প্রঃ জাহান্নাম কি একটি পশু, অথবা চলমান বস্তু বা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান?

উঃ জাহান্নাম একটি আধ্যাত্মি অনুভূতি।

প্রঃ ইমাম গাজ্জালী জাহান্নামকে পশুর মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতবাদ কি সত্য?

উঃ তিনি রূপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

প্রঃ ইসলামের কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন যে, সাধারণ আলেমগণ ইসলাম বলিতে যাহা বুঝেন, তাহার ফলে স্বাধীন চিন্তার দ্বার চিরকালের মত রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ ইসলাম সম্বন্ধে মতদ্বৈধকারী ব্যক্তি যতই সৎ ও নিষ্ঠাবানই হোন না কেন, তাহার জন্য অনন্ত নরক বাসের ব্যবস্থা রহিয়াছে?

উঃ আমার মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত নরকভোগে বিশ্বাসী নয়।

প্রঃ ইহাতে কি এই বুঝায় যে আল্লাহ অমুসলমানদিগকেও ক্ষমা করিবেন?

উঃ নিশ্চয়ই।

প্রঃ কোন অমুসলমান সরকার যদি কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করে, তবে মুসলিম নাগরিকের কর্ত্তব্য কি হইবে?

উঃ আইন প্রণয়নকালে সরকার যদি এরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করেন যাহা রাষ্ট্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিৎ, তাহা হইলে মুসলমানদের সেই আইন মানিয়া চলা সঙ্গত। আইন যদি নমাজ নিষিদ্ধ করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপমূলক হয়, মুসলমানদের সেই দেশ হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত। আইন যদি উত্তরাধিকার, বিবাহ ইত্যাদি সাধারণ প্রশ্ন সংক্রান্ত হয়, উহার সহিত সমন্বয় করিয়া চলা উচিত।

প্রঃ কোন মুসলমান কি অমুসলিম রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক হইতে পারেন?

উঃ নিশ্চয়ই।

প্রঃ কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের সৈন্য হন এবং তাহাকে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তখন তার কি করা কর্ত্তব্য হইবে?

উঃ তখন তার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, মুসলিম রাষ্ট্রটী ন্যায় পথে আছে কি না। যদি ন্যায় পথে আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে সেনাবাহিনী হইতে পদত্যাগ করা অথবা বিবেক-বিরোধী কার্য্য বলিয়া আপত্তি জ্ঞাপন করা তাহার কর্ত্তব্য।

প্রঃ রসুলে করীমকে (ছঃ) যে অর্থে শাফায়াতকারী বলিয়া মনে করা হয়, সেই অর্থে মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবকে আপনি শাফায়াতকারী বলিয়া মনে করেন কি?

উঃ না।

জেরা চলিতে থাকাকালে জমাতে ইসলামীর পক্ষের এড্‌ভোকেট জনাব নাজীর আহমদ খান সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাদের জমাতে আলফজলের স্থান কি এবং এই পত্রিকার সহিত সাক্ষীর সম্পর্ক কি? জওয়াবে সাক্ষী বলেন, পত্রিকাটী আমি বাহির করিয়াছিলাম; চালু হওয়ার পর আমি ইহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করি। বর্ত্তমানে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া, ইহার সত্বাধিকারী।

প্রঃ ১৯১৫-১৬ সনের পরও কি এই পত্রিকাটীর প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন ছিল?

উঃ হাঁ। জমাত আমার অনুগত; আমি জমাতকে এই পত্রিকা কিনিতে নিষেধ করিলে আপনা হইতেই উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যাইত।

———

আদালত তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, পত্রিকাটী বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি আঞ্জুমানকে আদেশ দিতে পারেন কি ? জবাবে তিনি বলেন, পত্রিকার সত্বাধিকারী আঞ্জুমানকেও তিনি ইহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

মোমেন ও মুসলমান সম্বন্ধে আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে রাবওয়ার সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ইতপূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কৌসুলীর জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি তাহার সহিত একমত। তিনি স্বীকার করেন যে ১৯১১ সনে তিনি 'তাশহিজ-উল আজহান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯১১ সনের এপ্রিলের 'তাশহিজ-উল আজহান' পত্রিকার ভূমিকায় তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত গতকল্য ও অদ্যকার প্রকাশিত মতের কোন সামঞ্জস্য নাই এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের দাবী সম্বন্ধে জ্ঞাত হউন বা না হউন, তাঁহার বয়াত গ্রহণ না করিলে যে কোন মুসলমান 'কাফের' এবং ইসলামের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত হইয়া যাইবে, 'আইনায়ে ছাদাকত' নামক পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মত এখনও আপনি বিশ্বাস করেন কি ?

উঃ উক্ত বিবৃতি হইতেই প্রমাণিত হয় যে 'কাফের' শব্দটি ব্যবহারের সময় আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে মুসলমানই মনে করিয়াছিলাম; তাহাদিগকে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাফের মনে করিয়াছিলাম, যাহারা মিল্লাতের বহির্ভূত নহেন। আমি যখন তাহাদিগকে ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম, তখন আমার চিন্তাধারায় 'মুফরেদাতে রাগেব' নামক পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মতটিই জাগরূক ছিল। তাহাতে ঈমানকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ;— একটী "দুনাল ঈমান" এবং অন্যটী "ফাওকুল ঈমান"। "দুনাল ঈমানে"র অন্তর্গত হইল সেই সমস্ত মুসলমান যাহাদের 'ঈমানে'র ন্যূনতা আছে। সাধারণ 'ঈমান' হইতে উচ্চ পর্য্যায়ের ঈমানের অধিকারী মুসলমান "ফাওকুল ঈমানের" অন্তর্ভূক্ত। আমি যখন কোন মুসলমানকে ইসলামের বহির্ভূত বলি, তখন আমি তাহাকে 'দুনাল ঈমান' সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত বলিয়া মনে করি। রসুলে করীম (ছাঃ) পবিত্র মেশকাতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে সাহায্য এবং সমর্থন করে সে ইসলাম হইতে "খারিজ"।

প্রঃ মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবকে যে সমস্ত মুসলমান বিশ্বাস করে নাই, এই আন্দোলন শুরু হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে আপনি কি কাফের এবং ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন নাই ?

উঃ হাঁ। 'কাফের' এবং 'খারেজ-আজ দাইরায়ে ইছলাম' বলিয়াছি এবং এই কথার ব্যাখ্যাও করিয়াছি।

প্রঃ ইহা কি সত্য নয় যে এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনি আপনার সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন গায়ের আহমদী ইমামের পিছনে নামাজ না পড়েন, গায়ের আহমদীদের জানাযায় সামিল না হন এবং গায়ের আহমদীর কাছে কন্যার বিবাহ না দেন ?

উঃ হাঁ, আমি এই সমস্ত কথা বলিয়াছি। গয়ের আহমদী আলেমরাও এই একই উপদেশ দিতেছিলেন। তাহাদের তুলনায় আমি অনেক কম চড়া সুরে এই মত ব্যক্ত করিয়াছি। মন্দের প্রতিদান মন্দই হইয়া থাকে।

লাহোর, ১৬ই জানুয়ারী (এ, পি, পি) মজলিসে আমলের পক্ষ হইতে মৌলানা মর্তুজা আহমদ মায়কাশ ১৬ই জানুয়ারী শনিবার দিন মীরজা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদকে জেরা করেন।

মায়কাশ তাঁহাকে বলেন, মুসলমানগণ সর্ব্বসম্মতভাবে বিশ্বাস করেন যে কেয়ামতের পূর্ব্বে ঈসা (আঃ) পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমণ করিবেন। জওয়াবে মীর্জা সাহেব বলেন, তাঁহার এই বিশ্বাস ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান সমাজে এরূপ শ্রেণীও আছে, যাহারা মনে করেন যে ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস ঈসা (আঃ) আর আসিবেন না ; হাঁ, তাঁহার ন্যায় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আসিবেন।

আদালতের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ঈসার (আঃ) সময়েও ইহুদীগণ একজন মসিহের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা মনে করিত, মসিহ আসার পূর্ব্বে ইলিয়াস নবী পুনরায় সশরীরে আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন।

প্রঃ ঐ মসিহ এবং ঈসা (আঃ) কি একই ব্যক্তি।

উঃ হাঁ, আমাদের ধারণা ইহাই কিন্তু ইহুদীগণ তাহা বিশ্বাস করে না।

প্রঃ ঈসা (আঃ) কি কখনও নিজেকে প্রতিশ্রুত মসিহ বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ খোদা কেনানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইহুদীদিগকে ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া ইব্রাহিমের (আঃ) নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ফলে ইহুদীরা দুনিয়ার সম্মুখে এক বেনিয়া খোদার আদর্শ উপস্থাপিত করে এবং খোদাকে নিজেদের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। সেণ্টপলের দলীয় খৃষ্টানগণ খোদাকে তাহাদের নিকট প্রথম দায়াবদ্ধ বলিয়া মনে করে। গোলথা পাহাড়ে ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহাই হইল এই দায়াবদ্ধতার মূল্য। মৌলানা মর্তুজা আহমদ মায়কাশ এবং তাহার দলীয় বুজুর্গগণ খোদাকে প্রথম তাঁহাদের কাছে দায়াবদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং এই দায়বদ্ধতার মূল্য হইল খোদার কাছে বুদ্ধিবৃত্তির আত্মসমর্পন। আপনি কি মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের নবুয়ত দাবীর জন্য খোদার উপর এইরূপ কোন দায়াবদ্ধতা বা বিশেষ অধিকারের দাবী করেন ?

উঃ আমরা এরূপ কোন দায়াবদ্ধতা স্বীকার করি না এবং এরূপ কোন দাবীও করি না।

প্রঃ আপনি গতকল্য বলিয়াছিলেন যে মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব নিজেকে কেবলমাত্র ঈসা ইবনে মরিয়ম বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু ১৯১৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের আলফজলে (এক্স ডি ৩-৩২৫ নং) মীরজা সাহেবের ১৯০২ সনের ১৭ই এপ্রিল তারিখের ডায়েরী হইতে নিম্নলিখিত কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"কামালাত-ই-মুতাফারিকাহ যো তামাম দিগার আম্বিয়ামে পায়ে যাঁতে হ্যায় হজরত রসুলে করীম মেঁ বাড়কার মওজুদ হ্যায়। আওর আব উও সারে কামালাত হজরত রসুলে করীম ছে জিল্লি তৌর পর হাম কো আতা কিয়া গিয়া। আওর ইছি লিয়ে হামারা নাম আদম, ইব্রাহিম, দাউদ, ইউসুফ, সুলেমান, এহিয়া, ঈসা ওয়াগায়রা হ্যায়। চুনান্‌চে ইব্রাহিম হামারা নাম ইস ওয়াস্তে হায় কে হজরত ইব্রাহিম এায়ছা মকাম মে পয়দা হুয়ি কে উও বুতখানা থা। আওর লোগ বুত পরস্ত থে। আওর আব ভি লোগোঁকা এাহ হাল হ্যায়......।"

ইহাতে কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, এই অনুচ্ছেদে যে সমস্ত নবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে মীরজা সাহেব তাঁহাদের অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া দাবী করিয়াছেন ?

উঃ এই সময়ে মীরজা সাহেব কোন ডায়েরী রাখিতেন না। উল্লিখিত উদ্ধৃতি কোন সংবাদ দাতার বক্তব্য বলিয়া বোধ হয়। যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে এই উদ্ধৃতি নির্ভুল, তাহাতেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে মীরজা সাহেব অন্যান্য নবী অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। ইহা হইতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে মীরজা সাহেব নিজেকে ঐ সমস্ত নবীদের গুণের অধিকারী বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

প্রঃ মুসলমানগণ আহমদীদিগকে কাফের মনে করে বলিয়া তাহারা তাহাদিগের জানাজা পড়ে না। এই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ব্যতীত আর কি কারণে আপনারা গয়ের আহমদীদের জানাজা পড়েন না ?

উঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গয়ের আহমদীরা আমাদের জানাজা পড়েন না বলিয়া আমরাও তাহাদের জানাজা পড়ি না। এ কথার প্রমাণ এই যে মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব নবুয়তের দাবীর পর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যদের

এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নাই ; এমন কি তিনি নিজেও গয়ের আহমদীদের জানাজায় শামেল হইয়াছেন। অন্য একটী কারণ একটি সর্ব্ববাদী সম্মত হাদীসে বর্ণিত আছে,—"যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফের বলিয়া অভিহিত করে সে নিজেই কাফের হইয়া যায়"।

প্রঃ আপনার এই জওয়াব কি গয়ের আহমদী ইমামের পিছনে নামাজ না পড়া সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ "আল্‌কাউল-উল ফয়ছাল" পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় এই অনুচ্ছেদটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—"ইস কি বাদ খোদাতালা কা হুকুম আয়া জিস কি বাদ নামাজ গায়রো কি পিছে হারাম কি গায়ী আওর আব সিরফ্ মানা না থি বল্‌কে হারাম থি আওর হকীকী হরমত সিরফ্ খোদাতালা কি তরফ ছে হুয়ি হ্যায়"।

এই অনুচ্ছেদ হইতে এ কথাই কি প্রমাণিত হয় না যে উপরোক্ত যুক্তি নয়, স্বয়ং এই নির্দ্দেশের ফলেই গয়ের আহমদী ইমামের পিছনে আহমদীদের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উঃ ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝায়, যে কারণে আহমদীদের গয়ের আহমদীদের পিছনে নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহা একটি ওহি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

প্রঃ আপনি "আনোয়ারে-খেলাফত" নামক পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে আছে—"হামারা ইয়ে ফয়জ হ্যায় কে হাম গয়ের আহমদীয়ু কো মুসলমান নেহি সমঝে আওর উন্‌কি পিছে নামাজ না পড়হে কেউকে হামারে নজদিক উও খোদাতালা কি এক নবী কি মুনকের হ্যায়। ইয়ে দিনকা মুয়ামেলা হ্যায় ইছ মে কিসি কি আপনা এখতিয়ার নেহি।"

উঃ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক প্রকার কুফর আছে যাহা মিল্লাত হইতে বাহির করিয়া দেয় না। রসুলে করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই আমাদের ইমাম করিব যিনি অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক। কোন নবীকে অস্বীকার করার ফলে মানুষের ধর্ম্মবোধ দুর্ব্বল হইয়া যায়।

প্রঃ আপনি বলিয়াছেন যে 'কুফর' ও 'ইসলাম' শব্দ দুইটি আপেক্ষিক। ইহা কি সত্য নয় যে, 'কুফর', 'কাফির', 'কাফেরুন', 'কাফেরিন', 'কুফ্‌ফার', 'আল-কাফারাতো' প্রভৃতি শব্দ কোরআন কেবল এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা উম্মতে মহম্মদীয়া এবং ইসলামের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

উঃ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোরআনে এই শব্দটি কেবল এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। গতকল্য এ সম্পর্কে কোরআন হইতে একটি উদাহরণও দিয়াছি।

প্রঃ দয়া করিয়া "জিক্‌রে এলাহী" নামক পুস্তকের ২২ পাতায় দৃষ্টিপাত করুন। তাহাতে আছে—"মেরা তো ইয়াহী আকীদা হ্যায় কে দুনিয়া মে দো গোরোহ হ্যায় ; এক মোমিন, দুসরে কাফের। ইস লিয়ে যো হজরত মসিহে-মওউদ পর ইমান লানে ওয়ালে হ্যায় আওর যো ইমান নেহি লায়ে থা উন কি ঈমান না লানে কি কোই ওয়াজা হো, উও কাফের।"

এখানে 'কাফের' শব্দ মোমিন শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই কি ?

উঃ মোমিন শব্দের অর্থ যিনি বিশ্বাস করেন। এখানে কাফের শব্দের অর্থ যিনি মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবকে বিশ্বাস করেন না।

আদালত তাহাকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন : মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবকে বিশ্বাস করা কি তাহা হইলে ঈমানের অঙ্গ ?

উঃ না। এখানে মোমিন শব্দ দ্বারা মীরজা সাহেবের বিশ্বাস করাই বুঝান হইয়াছে। ইসলামের মূলনীতিতে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হয় নাই।

প্রঃ কফর শব্দটি ব্যবহার করায় যখন ভুল বোঝাবুঝি এবং তিক্ততা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন এই শব্দটি ব্যবহার না করাই কি ভাল নয় ? অথবা করিলেও খুব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করাই কি উচিত নয় ?

উঃ ১৯২২ সনের পর হইতে এই শব্দটী আমরা ব্যবহার না করার জন্যই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।

অতঃপর মৌলানা মর্তুজা আহমদ মায়কাশ পুনরায় প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন।

প্রঃ আপনি কি আপনার জমাত সম্বন্ধে কখনও উম্মত শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন ?

উঃ আমার বিশ্বাস আহমদীরা পৃথক উম্মত নয়। যদি কোথাও উম্মত শব্দটী ব্যবহার করা হইয়া থাকে তবে তাহা জমাত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রঃ ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগষ্ট তারিখের আলফজলখানা মেহেরবাণীপূর্ব্বক দেখুন ইহাতে আছে—

"আল্লাহতালা নে যো কাম হামারে সুপর্দ্দ কিয়া ও কিসি আওর উম্মত কি সুপর্দ্দ নেহি কিয়া। পেহলে আম্বিয়া মে সে কোই নবী এক লাখ কুই দু লাখ কুই দশ লাখ কি তরফ আয়া। রসুলে করীম ছাঃ আঃ ওয়াসাল্লাম কি কৌম সোয়া লাখ থি। ইয়ে হো সাকতা হ্যায় আরব কা আবাদী আপ কি জমানে মে দো তিন লাখ হো। বাস এহি আপ কি পহেলী মুখাতাব থি। লেকিন হামারে ছুটতেহি চালিস ক্রোর মুখাতিব হ্যায়।"

এখানে আপনি কোন অর্থে উম্মত বলিয়াছেন।

উঃ এখানে উম্মতে মহাম্মদীয়ার অর্থেই আমি উম্মত শব্দটী ব্যবহার করিয়াছি। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

'ডন' হইতে অনুদিত

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.